প্রতিবেদন : "বর্ষশেষ"

দেবাশীষ রায়, যুগ্ম সম্পাদক, কর্মিমণ্ডলী : শান্তিনিকেতন

গত **৩১শে চৈত্র, ১৪৩১** (ইং ১৪ই এপ্রিল, ২০২৫) বাংলায় চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হয়। বিশ্বভারতীতে এই দিন বর্ষশেষের উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরওবাং ৩১শে চৈত্র, ১৪৩১, (ইং১৪ই এপ্রিল ২০২৫), বিশ্বভারতী কর্মিমণ্ডলীর উদ্যোগে সন্ধ্যা৬-৩০ মিঃ উপাসনা

গৃহে বর্ষশেষের উপাসনার আয়োজন করা হয়েছিল। উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ মহাশয়। এই উপাসনায় আচার্যের আসনে আসীন ছিলেন বিশ্বভারতীর বাংলাবিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ অমল পালমহাশয়।

উপাসনায় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন বিশ্বভারতীরসংগীত ভবনের অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। 'দিন যদি হল অবসান','দিনের বেলায় বাঁশি তোমার', 'দিনশেষের রাঙা মুকুল', 'আমার জীর্ণ পাতাযাবার বেলায়','বর্ষ ঐ গেল চলে', 'এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন', এই রবীন্দ্রসংগীতগুলি উপাসনায় পরিবেশিত হয়। উপাসনায় সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত ভবনের ছাত্রছাত্রী ও

অধ্যাপক অধ্যাপিকারা।

উপাসনাগৃহের মাটিতে শুভ্র আলপনা আঁকেন কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা। সেদিনের উপাসনায় আচার্য তাঁর ভাষণে গুরুদেবের বর্ষশেষের ভাবনাকেই প্রতিভাত করেন আর প্রার্থনা করেন "জীর্ণ পুষ্পদল যথাধ্বংস ভ্রংশ করি বাহিরায় ফল, সেই রকম সমস্ত জীর্ণতা ভেদ করে এই ১৪৩১ এই পুরাতন বৎসর নিয়ে আসুক একটি ফলবান নববর্ষ।" আকাশের ঈশান কোণে পুঞ্জমেঘ ধেয়ে এসেছিল সেদিনও। চৈত্র অবসান সন্ধ্যার উপাসনা সমাপন হয়েছিল ঝমঝম বৃষ্টির গানে। উন্মত্ত ঝড় বৃষ্টির গানের মধ্যেই কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা উপাসনাগৃহের আলপনাকে রঙীন করে তুলল বর্ষবরণের প্রস্তুতি হিসাবে।